দৈনিক ইনকিলাব

053

তারিখ 2 8 OCT 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

উপজেলা পরিক্রমা

নবাবগঞ্জ সদর

॥ মাহবুবুল আলম ॥

নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আয়তন ১শ' ৮৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩ লাখ ১৫ হাজার ৬শ' ৯৬ জন।

কৃষি

এক ফসলী ৪১ হাজার ৫শ' ৫০ একর, দোফসলী ৩৫ হাজার একর, তিন ফসলী ৩ হাজর ৯শ' একর। নলকূপ, ১শ' ৬৭টি, গভীর নলকূপ ৩টি ও অগভীর ৬৪টি। উৎপাদিত ফসল ধান ৩ হাজার ৭শ' ৮১ টন। গম ৮ হাজার ৪শ' ৩ টন। অন্যান্য ডাল জাতীয় ১৯ হাজার ৭১ টন।

যোগাযোগ

কাঁচা ৪শ' কিলোমিটার আধা পাকা ৩২ কিলোমিটার। পাকা ১শ' ২২ কিলোমিটার। রেল স্টেশন ১টি জংশন ১টি।

চিকিৎসা

সদর হাসপাতাল ১টি। পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১৩টি। টিবি ক্লিনিক ১টি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নানা অব্যবস্থা বিদ্যমান।

শিক্ষা

প্রাথমিক বিদ্যালয় ১শ' ৪৬টি, জুনিয়র হাই স্কুল ১২টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৩০টি, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ৪টি, কিণ্ডার গার্টেন ৩টি, কলেজ ৪টি। তারমধ্যে মহিলা কলেজ ১টি, মাদ্রাসা ১০টি, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৩৮টি, বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ দুইটি।

সমবায় সমিতি

সমবায় সমিতি ৪শ' ৫৯টি। মহিলা সমিতি ৫০টি। ভূমিহীন সমিতি ৩০টি।

ব্যবসা

রেশম ও কাঁসার শতাধিক ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বস্ত্রকল ১টি, ব্যাংক ২৪টি, মৎস্যজীবী ৪শ' পরিবার, তাঁতী ২শ' পরিবার, কামার ২শ' পরিবার, ১টি নিউমার্কেট, ১টি স্টেডিয়াম, ২টি সিনেমা হল এখানে আছে।

সমস্যা

শিক্ষার হার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পেলেও এই উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা প্রচুর। শহরে আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা দরকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা ও অর্থাভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। এদিকে প্রতিষ্ঠানের অভাবের কারণে প্রতি বছরই বিরাট অংশের ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই উপজেলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ বৃদ্ধির জন্য শহরে আরো ২টি স্কুল একটি বালক ও ১টি বালিকা সরকারীকরণ দরকার। সেই সাথে স্বরূপ নগর ও রেল স্টেশন এলাকায় পৃথক ২টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সদর উপজেলার অর্থকরী শিল্প কাঁসা। অথচ উপকরণ ও অন্যান্য সমস্যায় এই শিল্প আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। এই শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ জরুরী হয়েছে পড়েছে।